দৈনিক বাংলা

23 MAR 1995

পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

সিরাজগঞ্জে তিন হাজার প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিস্তার করছে

রফিকুল আলম খান

সিরাজগঞ্জ এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জেলা। গত ৫০ বছরে বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী ২৪ বছরে জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২০ গুণ। বর্তমানে এ সংখ্যা আরো বাড়ছে। ঘরও পাকা হচ্ছে।

এক জরিপে দেখা গেছে, জেলায় বর্তমানে ২ হাজার ৯শ'টি বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ শতাব্দীর শুরুতে যখন সিরাজগঞ্জ জেলা বা তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমায় কোন কলেজ ছিল না, বর্তমানে তার সংখ্যা হয়েছে ২৬টি। এর মধ্যে ৬টি সরকারী কলেজ। এছাড়া প্রতি থানা সদরে এক বা একাধিক কলেজ রয়েছে। সিরাজগঞ্জ শহরে ৩টি সরকারী কলেজসহ মোট ৪টি কলেজ রয়েছে। সিরাজগঞ্জ সদর থানায় কলেজের সংখ্যা ৬টি। শাহজাদপুর থানায় ১টি সরকারী কলেজসহ ৫টি কলেজ রয়েছে। একই সংখ্যক কলেজ আছে উল্লাপাড়া থানাতেও। তবে ২৬টি কলেজের ৫টি এখনও অনুমোদন লাভের অপেক্ষায়।

জেলায় মোট হাইস্কুল এবং মাধ্য-মিক স্কুলের সংখ্যা ২শ' ৯টি। এর মধ্যে মাত্র ৩টি সরকারী স্কুল। যেসব নতুন প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল সরকারী অনুমোদন পায়নি, সেগুলো এ হিসাবে ধরা হয়নি। এছাড়া আলিম, ফাজিল, দাখিল এবং কামিল শ্রেণীর মাদ্রাসা রয়েছে ১শ' ১০টি। অনুমোদিত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৫০।

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের একটি অঙ্গীকার। একই সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীও সরকারের লক্ষ্য। 'এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার তৈরির উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল বা ম্যাটস। এখানে ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের ডিগ্রী। চিকিৎসা ব্যবস্থায় দক্ষ সেবিকার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এছাড়াও সিরাজগঞ্জে ১টি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

যুবক শ্রেণীকে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে এখানে রয়েছে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এছাড়া রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এছাড়াও আরো কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়।

● ●

সিরাজগঞ্জ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রধান এলাকা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর অর্থাভাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ অনেকেরই হয়না। সে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে ৭টি বিষয়ে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এটিই সিরাজগঞ্জ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন কলেজ। এটি স্থাপিত হয় ১৯৪০ সনে। উদ্বোধন করেন বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

● ●

সিরাজগঞ্জ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রধান এলাকা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর অর্থাভাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ অনেকেরই হয়না। সে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে ৭টি বিষয়ে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এটিই সিরাজগঞ্জ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন কলেজ। এটি স্থাপিত হয় ১৯৪০ সনে। উদ্বোধন করেন বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আরও একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার হলো ২ হাজার সালে মধ্যে দেশের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে অক্ষর-জ্ঞান দান করা। এ লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী প্রভৃতি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে নতুন স্কুল চালু হচ্ছে। নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে এসব বিদ্যালয়ের জন্য।

এসব কার্যক্রমের সুফল ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। জেলার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ৮৮ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এদের সংখ্যা ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯শ' ৫৪। জেলায় এ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২২ লাখ ৯শ' ৩২।

এগুলো ছাড়াও জেলায় ৩শ' ৯৬টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক মক্তব এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ পরিচালিত বিদ্যালয়। এগুলোর সংখ্যা প্রায় ৯শ' বলে অনুমান করা হয়েছে জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এগুলোতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা অবশ্য জানা যায়নি।